গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	এস এম জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২৭-১২-২০২১, বিকাল-০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	:	রেকর্ডেড

২.০ আলোচনা:

২.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য-সচিব ও উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় গত ২৬-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং সংক্রান্ত এপিএ টিমের পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মনিটরিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৭টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত ৭টি মনিটরিং কমিটির মধ্যে ১টি মনিটরিং কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভাপতি এপিএ চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মনিটরিং প্রতিবেদনসমূহ সময়মত দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট বলেন যে, যথাসময়ে ও যথাযথভাবে মনিটরিং প্রতিবেদনসমূহ দাখিল না করলে এ সূচকগুলোর বিপরীতে নম্বর পাওয়া যাবে না। মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরির যে গাইডলাইন রয়েছে সে অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

২.২। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আধা-সরকারি পত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলো। এ প্রেক্ষিতে এপিএ বাস্তবায়ন মূল্যায়নে এ বিভাগের প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩৩তম স্থান অর্জন করেছে, যা হতাশাজনক। সভাপতি ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কোথায় কোথায় ঘাটতি ছিলো সে বিষয়ে মতামত আহ্বান করেন। এ বিভাগের (প্রশাসন-২) জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফিডব্যাক পর্যালোচনা সভায় এ বিভাগের এপিএ অর্জন বিষয়ে দাখিলকৃত কিছু কিছু প্রমাণক যথাযথ হয়নি মর্মে পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, করোনা পরিস্থিতিজনিত কারণে মনিটরিং সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন ছাড়াই তৈরি করা হয়। এ প্রতিবেদনসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সচিত্র আকারে প্রস্তুত করা অধিক যুক্তিযুক্ত মর্মে সভায় পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন প্রকল্পের বিষয়গুলো যেগুলো চাইলেই দ্রুত আগানো সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল কার্যক্রম সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব সেগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করা উচিৎ। তিনি উল্লেখ করেন যে, মনিটরিং প্রতিবেদনসমূহ একটু নজর দিলেই সহজেই প্রস্তুত করা সম্ভব।

২.৩। সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নভেম্বর/২১ পর্যন্ত কয়লা আহরণ হয়েছে .১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার ৩.৫%। সূচকটির বিপরীতে অর্জন কম হওয়ার বিষয়ে বিসিএমসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, করোনার কারণে গত জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কয়লা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হয়নি। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯৪ হাজার মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। অবশিষ্ট ছয় মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, ৩১-১২-২০২১ তারিখের মধ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। তবে এডিপি পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে হয়ত আগামী জানুয়ারি/২০২২ এর মধ্যে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে সূচকটির বিপরীতে পূর্ণ নম্বরের পরিবর্তে ০.৯ নম্বর পাওয়া সম্ভব হবে। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ২ডি সিসমিক সার্ভের জরিপ কার্যক্রম নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স জানান যে, অনুসন্ধান কূপ খননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা সম্ভব হবে। জিএসবির প্রতিনিধি জানান যে, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন কার্যক্রম সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে সম্পাদন করা হয়। এ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে সূচকটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২.৪। গ্যাস সেক্টরে অটোমেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট প্রণয়নের বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, বিজনেস অটোমেশন সংক্রান্ত coKreates নামক প্রতিষ্ঠান জিটিসিএল, টিজিটিডিসিএল, পিওসিএল ও ইআরএল অফিস পরিদর্শনপূর্বক অটোমেশন সংক্রান্ত চারটি রিপোর্ট ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। রিপোর্টগুলো কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। বেজা/এসইজেড শিল্পাঞ্চলের গ্যাস সংযোগের আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে টিজিটিডিসিএল ও কেজিডিসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, এ পর্যন্ত কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিএল জানান যে, এ সংক্রান্ত একটি আবেদন কোম্পানিতে পাওয়া যায়, তবে আবেদনটি যথাযথ না হওয়ায় তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ৫৪০৭৫ টি প্রি-পেইড/ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় হতে নির্দেশনা রয়েছে এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের ফলে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল জানান যে, জাইকার প্রকল্পের আওতায় গ্যাস সঞ্চালনের ম্যাপ ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, গভীর সাগর থেকে পাইপলাইনে আমদানিকৃত তেল খালাসের নিমিত্ত ১৬ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৩ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল জানান যে, সুষম উন্নয়নের জন্য গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণের আওতায় সঞ্চালনলাইন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২.৫। বিপিসির প্রতিনিধি সভায় অবহিত করেন যে, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ তেল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। জেট এ-১ পাইপলাইন এ অর্থবছরের ২ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২.৭৯ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসরের মালামাল সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, মনিটরিং সূচকগুলোর বিপরীতে ১৩ নম্বর রয়েছে। তাই সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি মনিটরিং কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিষয়গুলো নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ একটি সভা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সকল অফিসকে ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএএমএস সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এ বিষয়টি সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, এপিএ'তে যে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি পিছিয়ে রয়েছে সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। সভাপতি পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	যে সকল মনিটরিং কমিটি মনিটরিং প্রতিবেদন দাখিল করেনি তাদরকে দ্রুত মনিটরিং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এপিএ টিম/সংশ্লিষ্ট কমিটি
৩.২	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা
৩.৩	বিজনেস অটোমেশন সংক্রান্ত coKreates নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টসমূহ প্রমাণক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	এপিএ ফোকাল পয়েন্ট/সদস্য-সচিব, এপিএ টিম
৩.৪	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসরের মালামাল সংগ্রহের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি
৩.৫	গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণের আওতায় সঞ্চালনলাইন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/জিটিসিএল
৩.৬	২০২১-২২ অর্থবছরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব, প্রশাসন-১/ প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩/বাজেট অধিশাখা ও আইসিটি শাখা
৩.৭	পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে।	এপিএ টিম/দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/০২/২০২২

(এস এম জাকির হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও
এপিএ টিম লিডার